দৈনিক ইত্তেফাক

MAY 1 1 2002

তারিখ ... কলাম ...

বিশেষ সাক্ষাৎকারে পিএসসির নয়া চেয়ারম্যান

বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার ও মেধাকে অগ্রাধিকার দেব

মাঈনুল আলম ও সাহাবুল হক। বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) নয়া চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জিন্নাতুন নেছা

(২য় পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তাহমিদা বেগম বলেছেন, নিরপেক্ষতা ও আন্তরিকতা নিয়ে আমি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করব। এই সাংবিধানিক গুরুদায়িত্ব পেয়ে আমি আনন্দিত, তবে উদ্বিগ্নও। দেশের লাখ লাখ চাকরি প্রত্যাশী তরুণ-তরুণী আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দায়িত্বশীল ও নিরপেক্ষ থেকে আমি মেধার মূল্যায়ন করব। আমার প্রাথমিক দায়িত্বই হবে বিসিএসের জট ছাড়িয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা।

গতকাল শুক্রবার দৈনিক ইত্তেফাকের সাথে বিশেষ সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক তাহমিদা বেগম বলেন, প্রধানমন্ত্রী আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা যেন আমি সঠিকভাবে পালন করতে পারি। সততা নিয়ে পূর্বে যে কাজ করেছি এখানেও তা করতে চাই। পিএসসি'র চেয়ারম্যান হিসেবে তাহমিদা বেগমই প্রথম মহিলা। মাত্র ৬ মাস আগে সরকার তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। গত বৃহস্পতিবার সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মাহমুদুল আমীন চৌধুরী ডঃ তাহমিদাকে শপথবাক্য পাঠ করান। আগামী ৫ বছর তিনি এই পদে থাকবেন। তিনি বলেন, তিনটি বিসিএস (২১,২২ ও ২৩তম) পরীক্ষা নিয়ে পিএসসিতে জটিলতা ও অচলাবস্থা চলছে বলে জেনেছি। এই জটিলতা দ্রুত নিরসনের ব্যবস্থা নেব। পিএসসি'র সকল সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে নিয়ে একযোগে কাজ করব। সরকারের সাথেও আলোচনা করব। বিদ্যমান জটিলতার সৃষ্টি করা ঠিক হয়নি, কারণ লাখ লাখ তরুণ-তরুণীর ভাগ্য এতে জড়িয়ে আছে। সরকারের তরফ থেকে পিএসসির বিসিএস পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম কেন স্থগিত রাখা হয়েছিল তা বুঝতে পারছি না।

তিনি আরো বলেন, আরেকটি বিসিএসের জন্য বিজ্ঞাপন দ্রুত দেয়ার চেষ্টা করব। পরীক্ষা পদ্ধতি যুগোপযোগী ও সংস্কারের উদ্যোগের কথাও তিনি বলেন। কোটা পদ্ধতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মেধার সমকক্ষ অন্য কিছুই হতে পারে না। তবে কোটা পদ্ধতির ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে। মেধাকেই গুরুত্ব দেয়া হবে। অধ্যাপক তাহমিদা বেগম আরো বলেন, পিএসসি'র সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সকলের ঐকান্তিকতা ও আন্তরিকতা থাকলে বিসিএস পরীক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দ্রুত শেষ করা গেলে বিসিএস পরীক্ষা দ্রুত শেষ করা যাবে না কেন? দেশের প্রথম মহিলা পিএসসি'র চেয়ারম্যান হিসাবে তাঁর অনুভূতি জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমি কখনো নারী ও পুরুষ আলাদাভাবে চিন্তা করি না। আমি ব্যক্তি হিসাবে চিন্তা করি। আমার যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও সততা আমাকে এখানে বসিয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের যুগে মহিলা প্রথম এটা আমি মনে করি না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসির দায়িত্ব পালন সম্পর্কে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক কিছু করেছি এবং সামনে অনেক কিছু করার পরিকল্পনাও ছিল। সেগুলো অসমাপ্ত থাকছে।

তিনি জানান, উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তাদের পদোন্নতিসহ প্রশাসনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পিএসসিতে পেন্ডিং আছে বলে জানতে পেরেছি। আমি শীঘ্রই সেগুলোর নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের প্রভোস্ট সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য ছাড়াও তিনি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। ড. তাহমিনা বেগম দুই ছেলের জননী। বড় ছেলে জিশান রহমান খান আমেরিকাতে কম্পিউটার বিজ্ঞানের উপর উচ্চতর ডিগ্রী নিয়েছেন। ছোট ছেলে তাহসান রহমান খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। তাঁর স্বামী ড. [illegible] রহমান খান একজন ব্যবসায়ী।